নব রাগ-মালিকা

—নজরুল ইস্‌লাম

নিবিড় অরণ্য মাঝে ব'হে যায় ঝর্ণা ধারা
অবিচ্ছিন্ন ঝরঝর সুরের প্রবাহ,
পাখীর পালক বাঁধা তীর-ধনু হাতে
গেয়ে ওঠে ঝর্ণা-তীরে বনের কিশোর—

রাগিণী নির্ঝরিণী—তেতালা

রুম্‌ঝুম রুমুঝুম কে বাজায় জল-ঝুম্‌ঝুমি।
চমকিয়া জাগে ঘুমন্ত বন-ভূমি ॥
দুরন্ত অরণ্যা গিরি-নির্ঝরিণী
রঙ্গে সঙ্গে লয়ে বনের হরিণী
শাখায় শাখায় ঘুম ভাঙায়
ভীরু মুকুলের কপোল চুমি ॥

কুহু কুহু কুহরে পাহাড়ী কুহু পিয়াল-ডালে
পল্লব-বীণা বাজায় ঝিরি ঝিরি সমীরণ
তারি তালে তালে।
সেই জল ছলছল সুরে জাগিয়া
সাড়া দেয় বন-পারে বাঁশী রাখালিয়া
পল্লীর প্রান্তর ওঠে শিহরি'
বলে, "চঞ্চলা কে গো তুমি ॥"

[নির্ঝরিণী রাগিণীর পরিচয়

আরোহী :—সাপা, গামাপা, র্সা
অবরোহী :—র্সা (না) দা পা, মা গা মা, ঋা সা
বাদী—পঞ্চম ; সম্বাদী—ষড়জ
এই রাগিণী উত্তরাঙ্গ-প্রবল। অবরোহণের সময় তীব্র

সেনোলা রেডিও মডেল ১

এসি/ডিসি লোকাল ষ্টেশনের জন্য—৩ ভাল্‌ব
মুভিং কয়েল স্পীকার সহ—৮০৲ মাত্র।
গ্রামোফোন এমপ্লিফায়ারের বন্দোবস্তও আছে।

সেনোলা রেডিও মডেল ২

এসি ডিসি—অল ইণ্ডিয়া ষ্টেশনগুলিতে—
মাত্র ১৪০৲

448

রেডিও মেরামত :—
রেডিও, রেডিওগ্রাম ও এমপ্লিফয়ার উহা যে কোন মেকার হোক্ না কেন, স্বল্প ব্যয়ে নিখুঁতরূপে মেরামত করাই আমাদের বিশেষত্ব।
আজ দশ বৎসর যাবত সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা মেরামত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

রেডিওর যাবতীয় সরঞ্জাম এখানে সুবিধা দরে পাইবেন।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

Phone :—Cal 3345
Telegram—Chandiflut.

২১নং চৌরঙ্গী, (লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়) কলিকাতা
[রেডিও ওয়ার্কসপ—২৪ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট]

নিখাদ গুপ্ত থাকে অর্থাৎ বর্জ্জিত নয়, বিবাদী। অবরোহণে ধৈবতে আন্দোলনকালে কতকটা ভৈরো ঠাটের জিলেফের আভাস আসে, ইহার গতি "শোখ" অর্থাৎ চঞ্চল। ঝর্ণাধারার মত অবরোহণ-কালে ইহার চঞ্চল গতি ফুটিয়া উঠে। জলধারার মেঘরূপে পর্ব্বতারোহণের মত ইহার গতি গম্ভীর ও শ্লথ এবং অবতরণে গতি চঞ্চলা বলিয়া ইহার নাম "নির্ঝরিণী"।]

শুনিতে শুনিতে সেই ঝর্ণার সুর
আনমনা হ'য়ে যায় বনের কিশোর।
ফেলে দিয়ে তীর ধনু শীর্ণা ঝর্ণাজলে
সরল বাঁশীতে তুলে তরলিত তান।
সজল ঝর্ণার বুকে ছিল যে বেদনা
তাই যেন ফুটে ওঠে পাহাড়ী বাঁশীতে।
ছিল সেই বনে এক আরণ্য কুমারী
চন্দ্রা নাম তার ; শুনি সেই বেণুরব
ভুলে যায় চঞ্চলতা আঁখি সকরুণ
কহে তার প্রিয় সখী রূপমঞ্জরীরে :—

রাগিণী বেণুকা—তেতালা

বেণুকা ওকে বাজায় মহুয়া বনে।
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে॥
ব'লে আয় সে দুরন্তে, সখি,
আমারে কাঁদাবে সারা জনম ওকি ?
সে কি ভুলিতে তারে দিবে না জীবনে॥
সখি ভাল ছিল তার তীর ধনুক নিঠুর
বাজে আরো অকরুণ তার বেণুকার সুর !
সখি কেন সে বনবিলাসী
আমারি ঘরের পাশে বাজায় বাঁশী ?
আছে আরো কত দেশ
কত নারী ভুবনে॥

[বেণুকা রাগিণীর পরিচয় :—
আরোহী :—সা রা মা, পা ণা ধা মা, পাধার্সা
অবরোহী :—র্সানা, পাধামা, গা, রাগা, সা
বাদী—মধ্যম, সম্বাদী—সা

এই রাগিণী শুনিতে কতকটা পাহাড়ী ও তিলক-কামোদের মত শোনায়। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব অবরোহণে তীব্র নিখাদে তারার "সা" ধরিয়া আন্দোলন ও স্থিতি, ঐরূপে ধৈবতে ও গান্ধারে স্থিতি। বুনো বাঁশীর আভাস ফুটিয়া উঠে বলিয়া ইহার নাম "বেণুকা"]

শুনি সেই গান—যেন বনের মর্ম্মর !—
বনের কিশোর আসে বাঁশরী বিসরি।
হেরিয়া কিশোরে, চন্দ্রা আনত নয়ানে
অনামিকা অঙ্গুলিতে জড়ায় আঁচল।
যত লাজ বাধে, তত সাধে মনে মনে,
হে সুন্দর, থাকো হেথা আরো কিছুক্ষণ।
মুঠি মুঠি বনফুল চন্দ্রা পানে হানি
মৃদু হাসি গেয়ে ওঠে বনের কিশোর :—

রাগিণী মীনাক্ষী—তেতালা

চপল আঁখির ভাষায় হে মীনাক্ষী কয়ে যাও
না-বলা কোন্ বাণী বলিতে চাও॥
আড়ি পাতে নিঝ্‌ঝুম বন
আঁখি তুলি চাহিবে কখন্,
আঁখির তিরস্কারে এই বন-কান্তারে
ফুল ফোটাও॥ (হে মীনাক্ষী)
নিটোল আকাশে টোল খায়, তোমার চাওয়ায়,
হে মীনাক্ষী !
নদী-জলে চঞ্চল সফরী লুকায়—
হে মীনাক্ষী !
তব আঁখি-করুণা
ঢালো রাগ-অরুণা !
আঁখিতে আঁখিতে ফুল-রাখী বেঁধে দাও॥
(হে মীনাক্ষী)

["মীনাক্ষী" রাগিণীর পরিচয়
আরোহী :—ণা ধা সা ণা রা, গা মা পা, গামাপাধার্সা
অবরোহী :—সা ণা ধা মা, পাদাপা, মাজ্ঞারা, গা সা

বাদী—রেখাব ; সম্বাদী—পঞ্চম

এই রাগিণীতে নীলাম্বরী ও কাফি রাগিণীর কতকটা এবং অনেকটা হংসকিঙ্কিনীর আভাস পাওয়া যায়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব--অবরোহণে বক্রগতিতে কোমল ধৈবত ও তীব্র গান্ধারে পূর্ব্ববর্ত্তী সুরকে ধরিয়া আন্দোলন অর্থাৎ ধৈবতের সময় নিখাদ ও গান্ধারের সময় মধ্যম ধরিয়া সুরকে দোলানো। ইহার গতি মীনের মত বক্র ও চঞ্চল বলিয়া ইহার নাম "মীনাক্ষী"]

শরমে মরমে মরি পলাইয়া যায়
প্রথম-প্রণয়-ভীরু চন্দ্রা দূর বনে
সন্ধ্যা-মালতীর কুঞ্জে, কেঁদে ওঠে প্রাণ
কী যেন অসহ দুখে, অজানা পীড়ায়।
দেখিলে চাহিতে নারে মুখপানে তার
না দেখিলে প্রাণ আরো করে হাহাকার।
আবার বাজিয়া ওঠে বাঁশী যেন বুকে
কাছে এসে সাধে তারে তার প্রিয় সখী :—

[চন্দ্রার সখী রূপমঞ্জরীর গান]

রাগিণী—সন্ধ্যামালতী—আদ্ধা কাওয়ালী

শোনো ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী
বেলাশেষের বাঁশী বাজে—বাজে।
শোনো মাধবী চাঁদের মধুর মিনতি
উদাস আকাশ মাঝে—বাজে॥
(তব) মৌনব্রত ভাঙো কও কথা কও
মোর নৃত্য আরতির সঙ্গিনী হও,
মাধবী হেনা হের এল বাহিরে
রস-রাজে হেরি রাস-নৃত্যের সাজে॥
তুমি যার লাগি সারাদিন বিরহ-ধ্যান-লীন
একাকিনী কুঞ্জে
হের সে মাধব নিশীথ ভ্রমর হয়ে
তব পাশে গুঞ্জে—গুঞ্জে—গুঞ্জে।
হের সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে
মঞ্জরী-দ্বীপ জ্বালো ডাকো তাহারে,
বুকের চন্দন-সুরভি ঢালো
পাতার আঁচলে মুখ ঢেকোনা লাজে॥

["সন্ধ্যামালতী" রাগিণীর পরিচয়—
আরোহী :— না সা জ্ঞা রা, সা গা মা পা, জ্ঞাঙ্কাপা, ণাধামা, পানার্সা
অবরোহী :—র্সানাদাপা, ঙ্কাজ্ঞারাসা।
বাদী—পঞ্চম ; সম্বাদী—জ্ঞা

ইহার বিশেষত্ব অবরোহণ কালে একাধারে বারোয়া, ধানী ও মূলতানের রূপ অপূর্ব্ব শ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠে। অবরোহণে মূলতানী ও পিলুর রূপ পরিস্ফুট হয়। সন্ধ্যামালতীর মতই করুণ স্নিগ্ধ ও মধুর রসের সৃষ্টি করে বলিয়া ইহার নাম সন্ধ্যামালতী]

বক্ষে দোলে নব অনুরাগের মালিকা
চক্ষে বহে অকরুণ অশ্রু-নির্ঝরিণী,
তবু চাহিল না বৃন্দা-বনের কিশোরী
চন্দ্রা আঁখি তুলি! অকারণ অভিমানে
ফিরে গেল ম্লানমুখে বনের কিশোর
চলি গেল আন পথে মুখ ফিরাইয়া!
গহন অরণ্য পথে ফেলে রেখে বাঁশী!
ফিরে এসে সেই সন্ধ্যামালতী-বিতানে
লুটাইয়া কাঁদে চন্দ্রা, বলে, "হে নিঠুর,
কেন তুমি জোর ক'রে ভাঙিলে না লাজ?
হে অন্তরযামী, কেন অন্তরের ব্যথা
বুঝিলে না? কেন তুমি ভুল বুঝে গেলে?

রাগিণী বনকুন্তলা—ভেতালা

বন-কুন্তল এলায়ে বন-শবরী ঝুরে—
সকরুণ সুরে।
বিষাদিত ছায়া তার চৈতালী সন্ধ্যার
চাঁদের মুকুরে॥
চপলতা বিসরি যেন বন-যৌবন
বিরহ-ক্ষীণ আজি উদাস উন্মন
তোলেনা ঝঙ্কার আর ঝরা পাতার
মর্ম্মর-নূপুরে॥
যে-কুহু কুহরিত মধুর পঞ্চমে বিভোর ভাবে
ভগ্ন কণ্ঠে তার থেমে যায় সুর করুণ রেখাবে!
কোন্ বন শিকারীর অকরুণ তীর
আলো হ'রে নিল ঐ উজল আঁখির
ফে'লে যাওয়া বাঁশী তাঁর অঞ্চলে লুকায়ে
গিরি দরী প্রান্তরে খোঁজে সে নিঠুরে॥

["বন-কুন্তলা" রাগিণীর পরিচয়
আরোহী :—সা রা গা পা, ধা পা, পাধার্সা
অবরোহী :—র্সা না ধা পা গা রা, গা সা রা

বাদী—রেখাব, সম্বাদী—পঞ্চম
(গ্রহ ও ন্যাস—রেখাব)

এই রাগিণীতে এলায়িত-কুন্তলা বিরহিনী বন-শবরীর রূপ আরণ্য-শ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠে বলিয়া ইহার নাম **"বনকুন্তলা"**। আরোহীতে পঞ্চমে ধৈবত অবলম্বন করিয়া স্থিতি বলিয়া ভূপালী হইতে ইহা স্বতন্ত্র শোনায়। অবরোহীতে সানাধাপা গা রা সা রা—ইহার প্রধান রূপ, ইহাতেই ইহার আরণ্য-শ্রী করুণরূপে ফুটিয়া উঠে

ফিরে আসিল না আর বনের কিশোর
ঘরে ফিরিল না আর বনের কিশোরী !
মাধবী চাঁদের বুকে কৃষ্ণ-লেখা হ'য়ে
দেখা দেয় আজো সেই কিশোরের ছায়া !
কাঁদে চাঁদ সেই বিরহীরে বুকে ধরি
আনন্দে কলঙ্কী নাম করিল বরণ।
বনের কিশোরী চন্দ্রা সেই চাঁদ পানে
চাহিয়া বনের বুকে বিসরিয়া তনু
ধরিল দোলন-চম্পা রূপ এ ধরায়
জনম লভিয়া পুন হেরিতে কিশোরে।
আজো দোল-পূর্ণিমার রাতে বিকশিয়া
ঝরে যায় বিরহের প্রখর বৈশাখে
বারে বারে জন্ম লভে, মরে বারে বারে
তবু তার প্রেমের সে অনন্ত পিপাসা
মিটিল না, মিটিবে না বুঝি কোন কালে।
অনন্ত এ বিরহের রাস-মঞ্চে তার
অচ্ছেদ্য মিলন-লীলা চলে অনিবার ॥

রাগিণী—দোলন-চম্পা—তেতালা

দোলন চাঁপা বনে দোলে
দোল্ পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে।
শ্যাম-পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে ॥
যেন দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি—
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি',
আরতির মৃদু-জ্যোতি—প্রদীপ-কলি—
দোলে যেন দেউল আঙিনাতে ॥
বন-দেবীর ওকি রূপালী ঝুমকা
চৈতী সমীরণে দোলে,
রাতের সলাজ আঁখি-তারা যেন
তিমির আঁচলে।
ও যেন মুঠি-ভরা চন্দন-গন্ধ
দোলেরে গোপিনীর গোপন আনন্দ
ও কি রে চুরি-করা শ্যামের নূপুর
চন্দ্রা-যামিনীর মোহন হাতে ॥

["দোলন-চম্পা" রাগিণীর পরিচয়

আরোহী :—সা গা ক্ষা পা, গামানাধা, পানাধার্সা
অবরোহী :—র্সানা ধাণা ধাণাধাপা ক্ষাপা,
গা মা গামা, রাসা
বাদী—ধৈবত ; সম্বাদী—ষড়জ

ইহাতে হাম্বীর কামোদ ও নটের রূপ মাঝে মাঝে উঁকি দেয় কিন্তু ইহার গতি অত্যন্ত দোলনশীল বলিয়া ঐ সব রাগের আভাস দিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

আরোহণে পূর্ব্ববর্ত্তী সুরকে ধরিয়া "ঝুল্না" বা দোলাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। দক্ষিণ সমীরণে দোলন-চম্পার দোলনের সঙ্গে ইহার গতির সামঞ্জস্য হইতে ইহার নাম "দোলন-চম্পা" হইয়াছে। তীব্র মধ্যম ও গা মা নি ধা-য় চাঁপাফুলের সুরভির তীব্রতা ও মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে]

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন !
এসোসিয়েটেড্ প্রোডাক্শানের
প্রথম ছবি
আলো-ছায়া
পরিচালনা :
দীনেশ দাস
সুর-শিল্পী :
কৃষ্ণচন্দ্র দে
চিত্র-খানি মুক্তি প্রতীক্ষায় !

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ্
"ফীভার মিক্শ্চার"
পরিচালনা—তুলসী লাহিড়ী শ্রেষ্ঠাংশে—ডোরথী
পরিবেশক—এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ
ফোন : ক্যাল : ৩৭২৪